দৈনিক সংবাদ

তারিখ 1 1 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

66

ছাত্র ইউনিয়নের গোল টেবিল বৈঠক

# শিক্ষাব্যবস্থাকে গণমুখী ও বাস্তবানুগ করতে হবে

( নিজস্ব বার্তা পরিবেশক )

ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে আলোচকরা বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক নাগরিক ও দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টিই হতে হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আলোচকরা বলেন, জাতিকে জাগিয়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে বর্তমান ভেঙে পড়া শিক্ষাব্যবস্থাকে গণমুখী ও বাস্তবানুগ করতে হবে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে টিএসসি'র শিক্ষক লাউঞ্জে ওই গোল টেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মোজাফ্ফর আহমেদ। গণমুখী বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গতকালের বৈঠকে 'শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাঠামো' বিষয়ে আলোচনা হয়।

টানা ৪ ঘন্টাব্যাপী ওই বৈঠকে সূচনা বক্তব্য রাখেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সরদার রুহিন হোসেন প্রিন্স, মূল আলোচনা উত্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এম. এম আকাশ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য শুধু ভাল মানুষ হওয়া নয়, দেশপ্রেমিক মানুষ তৈরি করা, পাঠ্যক্রম এক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। পাঠ্যক্রমে অসততা চলছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাঠ্যসূচীকে জীবনমুখী করার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, মানবিক মূল্যবোধ ও জনগণকে দক্ষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার লক্ষ্যেই শিক্ষানীতি প্রণীত হতে হবে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেন, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই আমাদের পাল্টে দিতে পারে না। এ বিষয়ে সমাজের ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে সমন্বয় করতে হবে।

তিনি বলেন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা শুধু শিক্ষিত হচ্ছি। একই সাথে সমাজ থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হচ্ছি।

ডঃ আতাউর রহমান বলেন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই হতে পারে আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, শিক্ষাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে এবং তাদের বাস্তবানুগ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করেই নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নতুন আদর্শে ঢেলে সাজানোর সংগ্রামে সর্বাগ্রে ছাত্রদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেন, শিক্ষার যে অবস্থা, এ রকম চলতে থাকলে আমরা অপজাতিতে পরিণত হতে পারি।

হায়দার আকবর খান রনো বলেন, বর্তমান শিক্ষানীতি বাস্তব কাজের সাথে সামঞ্জস্য নয়।

মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, সার্বিকভাবে শিক্ষাকে নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষার বড় ভূমিকা রাজনৈতিক দলের।

বৈঠকে সংবিধানের ১৭ (ক) ধারার আলোকে সাধারণ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ধারার শিক্ষা পদ্ধতি চালুর প্রস্তাব করা হয়।